

গানের তালিকা

কষ্টের গান	
আমি বন্ধুর প্রেমে	
বন্ধু তোর লাইগা রে	
কৃষ্ণ প্রেমে পোড়া দেহ	
শুয়া চান পাখি আমার শুয়া চান পাখি	
পূবালী বাতাসে	
আমার গায়ে যত দুঃখ সয়	
ইন্দুবালা	
কেহ লইলো আতর লোবান	
আমার সোনার ময়না পাখি	
যদি মন কাঁদে	
মরিলে কান্দিস না আমার দায়	
ভ্রমর কইয়ো গিয়া	
নষ্ট জীবন দিয়ে, কি আর আমি করবো	
ভ্রমণকালীন গান	
বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা	
সর্বত মঙ্গল রাধে বিনোদিনী রায়	
আমার সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে	
মরার কোকিলে	
পোলা তো নয় একান আগুনের গোলা	
বকুল ফুল বকুল ফুল	
এমন যদি হতো আমি পাখির মত	
পিঠা পুলির গান	
রসিক যে জন	
বুকটা ফাইট্টা যায়	
বসন্ত বাতাসে	
আলাল ও দুলাল	
পিন্দারে পলাশের বন	
কলিতে পয়দা হয়েছে	
ছাতা ধরো হে দেওরা	
লাল পাহাড়ির দেশে যা	
আখ খেতে ছাগল বন্দি, জলে বন্দি মাছ	
কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন	
ভাব আছে যার গায়	

ছেড়ে দে নৌকা আমি যাবো মদিনা
আমি তো ভালো না
অল্পনা বয়সের সখিনা ছেরি
চট্টগ্রামের গান
নাতিন বরই হা
আর বারি সাতকানিয়ে তোয়ার ফটিকছড়ি
ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে
আর বউয়া হালা

কষ্টের গান

আমি বন্ধুর প্রেমে

আমি বন্ধুর প্রেম আগুনে পুড়ে হইলাম ছাই,
দেখার মানুষ নাই রে আমার, বুঝার মানুষ নাই।
পথ হারা পথিক যেমন ঘুড়িয়া বেড়ায়
তেমনি হয় আমারই দশা বন্ধু তোর আশায়;
আমার সুখের নিশি দুখে পোহায়
কেদে বুক ভাসায়।
শুকনো বৃক্ষে পাতা যেমন
ঝরে পড়ে যায়
বন্ধুয়া বিহনে আমার
বেঁচে থাকা দায়।
আমার মিছে আশায় দিন চলে যায়,
কোথায় পাবো ঠাই।
বোবায় যেমন স্বপন দেখি
বলতে নাহি পারে
মনের ব্যাথা মনে লইয়া
পথর হইয়া মরে।

ভেবে কয় কবির সরকারে

কারে বা সুধায়।

বন্ধু তোর লাইগা রে

বন্ধু তোর লাইগা রে

আমার তনু জড়জড়

মনে লয় ছাড়িয়ে যাইতাম

থুইয়া বাড়ি ঘর

বন্ধু তোর লাইগা রে

অরণ্য জঙ্গলার মাঝে আমার একখান ঘর

ভাইয়ো নাই বান্ধবও নাই মোর কে লইবো খবর

হায়রে বন্ধু তোর লাইগা রে ।

বট বৃক্ষের তলে আইলাম ছায়া পাইবার আশে

ঢাল ভাঙ্গিয়া রৌদ্র ওঠে আমার কর্মদোষে

বন্ধু তোর লাইগা রে

নদী পাড় হইতে গেলাম নদীরও কিনারে

আমারে দেখিয়ে নৌকা সরে দূরে দূরে হায়রে

বন্ধু তোর লাইগা রে

সৈয়দ শাহ নূরে কান্দইন নদীর কুলো বইয়া

পাড় হইমু পাড় হইমু কইরা দিনতো যায় চলিয়া হায়রে

বন্ধু তোর লাইগা রে

কৃষ্ণ প্রেমে পোড়া দেহ

কে বুঝবে অন্তরের ব্যাথা

কে মুছাবে আখি

কী দিয়া জুড়াই বল সখি।

কৃষ্ণ প্রেমে পুড়া দেখ
কী দিয়া জুড়াই বল সখি।
যে দেশে আছে আমার
বন্ধু শ্যাম কালা
সে দেশে তে যাব আমি
লইয়া ফুলের মালা;
নগর গাঁয়ে ঘুরব আমি
যগিনি বেশ ধরি।
বন্ধুয়ারে কইও খবর
আসে যেন ফিরে
নইলে আমি প্রাণ যে দিব
যমুনারো জলে;
কালায় আমায় করে গেল
অসহায় একাকী।
কালচাঁদকে হারাইয়ে আমি
হইলাম যোগিনী,
কত দিবা নিশি গেল
কেমনে জুড়াই প্রাণী?
লালন বলে, যুগল চরণ
ভাগ্যে আর হবে কি

শুয়া চান পাখি আমার শুয়া চান পাখি

শুয়া চান পাখি আমার শুয়া চান পাখি
আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছ নাকি।
তুমি আমি জনম ভরা
ছিলাম মাখামাখি

আজ কেন হইলে নীরব
মেলো দুটি আঁখি।

বুলবুলি আর তোতা ময়না
কত নামে ডাকি,
শিকল ভেঙ্গে চলে গেলে

কারে লইয়া থাকি।

তোমার আমার এই পিরিতি
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী
হঠাৎ করে চলে গেলে
বুঝলাম না চালাকিরে পাখি
আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছ নাকি।

পূবালী বাতাসে

পূবালী বাতাসে...

আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে,
পূবালী বাতাসে
বাদাম দেইখ্যা চাইয়া থাকি.
আমার নি কেউ আসে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে

যেদিন হতে নয়া পানি
আইলো বাড়ির ঘাটে... সখী রে
আইলো বাড়ির ঘাটে
অভাগিনীর মনে কত... শত কথা ওঠে রে
অভাগিনীর মনে কত শত কথা ওঠে রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে

গাঙে দিয়া যায় রে কত
নায়-নাইওরির নৌকা... সখী রে
নায়-নাইওরির নৌকা
মায়ে-ঝিয়ে বইনে-বইনে হইতেছে যে দেখা রে
মায়ে-ঝিয়ে বইনে-বইনে হইতেছে যে দেখা রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে

আমারে নিলনা নাইওর
পানি থাকতে তাজা সখী রে
পানি থাকতে তাজা আমি
দিনের পথ আধলে যাইতাম...
রাস্তা হইত সোজা রে
দিনের পথ আধলে যাইতাম...
রাস্তা হইত সোজা রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে

কতলোকে যায় রে নাইওর
এই না আষাঢ় মাসে... সখী রে
এই না আষাঢ় মাসে
উকিল মুঞ্জীর হইবে নাইওর...
কার্তিক মাসের শেষে রে
উকিলেরই হইবে নাইওর
কার্তিক মাসের শেষে রে
আষাঢ় মাইস্যা.ভাসা পানি রে

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়...
আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়...

নিঠুর বন্ধুরে...
বলেছিলে আমার হবে
মন দিয়াছি এই ভেবে
সাক্ষী কেউ ছিল না সে সময়
ও... ও... বন্ধুরে...

সাক্ষী শুধু চন্দ্র তারা
একদিন তুমি পড়বে ধরা রে বন্ধু
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়... রে বন্ধু
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়

নিঠুর বন্ধুরে... এ
দুঃখ দিয়া হিয়ার ভিতর
একদিন ও না লইলে খবর
এই কি তোমার প্রেমের পরিচয়
ও... ও... বন্ধুরে...
মিছামিছি আশা দিয়া
কেন বা প্রেম শিখাইয়া রে... বন্ধু
দূরে থাকা উচিৎ কি আর হয় রে... বন্ধু
দূরে থাকা উচিৎ কি আর হয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়...

নিঠুর বন্ধুরে... এ
বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া, তোমার প্রেম বিকি দিয়া
করব না প্রেম আর যদি কেউ কয়
ও... ও... বন্ধুরে...
পাষণ বন্ধুরে... এ
বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া, তোমার প্রেম বিকি দিয়া
করব না প্রেম আর যদি কেউ কয়
ও... ও... বন্ধুরে...

উকিলের হয়েছে জানা...
উকিলের হয়েছে জানা, কেবলই চোরের কারখানা রে... বন্ধু
চোরে চোরে বেওয়ালা হয় রে... বন্ধু
চোরে চোরে বেওয়ালা হয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়

ইন্দুবালা

ইন্দুবালা গোওওওওও
তুমি কোন আকাশে থাকো
জোৎস্না করে মাখো
কার উঠানে পড়ো ঝড়িয়া
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
তোমারি প্রেমে পড়িয়া
ইন্দুবালা গো, ইন্দুবালা গো

মনের চালে দুঃখের বৃষ্টি ঝুমঝুমাইয়া পড়ে
একলা ঘরে ভালবাসা কেঁদে কেঁদে মরে
মনের চালে দুঃখের বৃষ্টি ঝুমঝুমাইয়া পড়ে
একলা ঘরে ভালবাসা কেঁদে কেঁদে মরে
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
তোমারি প্রেমে পড়িয়া

ইন্দুবালা গো, ইন্দুবালা গো

স্বতির ডালে সুখের পক্ষি ঘুমুর পইড়া নাচে
অন্তর কাটে কষ্ট নামের ভাঙা ভাঙা কাচে
স্বতির ডালে সুখের পক্ষি ঘুমুর পইড়া নাচে
অন্তর কাটে কষ্ট নামের ভাঙা ভাঙা কাচে...

ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
তোমারি প্রেমে পড়িয়া

ইন্দুবালা গোওওওও
তুমি কোন আকাশে থাকো
জোৎস্না করে মাখো
কার আকাশে পড়ো ঝড়িয়া
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
ডুবিয়া মরিলাম, মরিয়া ডুবিলাম
তোমারি প্রেমে পড়িলাম
ইন্দুবালা গো, ইন্দুবালা গো

কেহ লইলো আতর লোবান

কেহ লইলো আতর লোবান
কেহ লইলো জল
কেহ লইলো বরই পাতা
কেহ লইলো পরীরে
সোনাই হয় হয়রে (২)
হয় হয়রে সোনাই হয় হয়রে
ফুল কান্দে পাখি কান্দে
কান্দে গাঙের পাড়
কান্দিয় কান্দিয়া সোনাই
হইলো জারে জার
সোনাই হয় হয়রে (২)
হয় হয়রে সোনাই হয় হয়রে

বাবায় দিলো কন্যারে কাঁধ
শ্বশুর দিলো মাটি
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মাটি ছুঁয়ে খাঁটি
সোনাই হায় হায়রে (২)
হায় হায়রে সোনাই হায় হায়রে

আমার সোনার ময়না পাখি

আমার সোনার ময়না পাখি
কোন দেশেতে গেলা উইড়া রে
দিয়া মোরে ফাঁকি রে
আমার সোনার ময়না পাখি

সোনা বরণ পাখিরে আমার
কাজল বরণ আঁখি
দিবানিশি মন চায়রে
বাইস্কা তরে রাখি রে
আমার সোনার ময়না পাখি

দেহ দিছি প্রাণরে দিছি
আর নাই কিছু বাকী
শত ফুলের বাসন দিয়ারে
অঙে দিছি মাখি রে
আমার সোনার ময়না পাখি

যাইবা যদি নিঠুর পাখি
ভাসাইয়া মোর আঁখি
এ জীবন যাবার কালে রে
ও পাখি রে
একবার যেন দেখি রে
আমার সোনার ময়না পাখি ॥

যদি মন কাঁদে

তুমি চলে এসো, চলে এসো
এক বরষায়.....
এসো ঝর ঝর বৃষ্টিতে
জল ভরা দৃষ্টিতে
এসো কোমল শ্যামল ছায়

যদিও তখন আকাশ থাকবে বৈরি
কদম গুচ্ছ হাতে নিয়ে আমি তৈরি
উতলা আকাশ মেঘে মেঘে হবে কালো
ছলকে ছলকে নাচিবে বিজলী আরো
তুমি চলে এসো, চলে এসো
এক বরষায়.....
নামিবে আঁধার বেলা ফুরাবার ক্ষণে
মেঘ মালা বৃষ্টিরও মনে মনে

কদম গুচ্ছ খোঁপায়ে জড়ায়ে দিয়ে
জল ভরা মাঠে নাচিব তোমায় নিয়ে
তুমি চলে এসো, চলে এসো
এক বরষায়.....
যদি মন কাঁদে
তুমি চলে এসো, চলে এসো
এক বরষায়.....

মরিলে কান্দিস না আমার দায়

মরিলে কান্দিস না আমার দায় ॥

রে যাদু ধনমরিলে কান্দিস না আমার দায়
মরিলে কান্দিস না আমার দায়

সুরা ইয়াসীন পাঠ করিও
বসিয়া কাছায়
যাইবার কালে বাঁচি যেন
শয়তানের ধোঁকায়
রে যাদুধন.....মরিলে কান্দিস না আমার দায়

বুক বান্ধিয়া কাছে বইসা গোছল করাইবা
কান্দনের বদলে মুখে কলমা পড়িবা
রে যাদু ধন
.....মরিলে কান্দিস না আমার দায়!

কাফন পিন্ধাইয়া আতর গোলাপ দিয়া গায়
তেলাওয়াতের ধ্বনি যেন ।
ঘরে শোনা যায়
রে যাদু ধনমরিলে কান্দিস না আমার দায়!

কাফন পড়িয়া যদি কান্দো আমার দায়
মসজিদে বসিয়া কাইন্দো আল্লা'রই দরগায়

রে যাছু ধন
....মরিলে কান্দিস না আমার দায়।

ভ্রমর কইয়ো গিয়া

ভ্রমর কইয়ো গিয়া,
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে,
ভ্রমর কইয়ো গিয়া ॥
ভ্রমর রে, কইয়ো কইয়ো কইয়োরে ভ্রমর,
কৃষ্ণরে বুঝাইয়া মুই রাখা মইরা যাইমু
কৃষ্ণ হারা হইয়ারে, ভ্রমর কইয়ো গিয়া॥
ভ্রমর রে, আগে যদি জানতামরে ভ্রমর, যাইবারে ছাড়িয়া
মাথার কেশও দুইভাগ করি
রাখিতাম বাক্সিয়ারে, ভ্রমর কইয়ো গিয়া॥
ভ্রমর রে, ভাইবে রাখারমণ বলে শোনরে কালিয়া
নিভা ছিলো মনের আগুন
কে দিলা জ্বলাইয়ারে, ভ্রমর কইয়ো গিয়া॥

নষ্ট জীবন দিয়ে, কি আর আমি করবো

নষ্ট জীবন দিয়ে, কি আর আমি করবো
জীবন যদি বদল করা যেত..
ভালো জীবন হত আমার ভালো জীবন হত

নষ্ট জীবন দিয়ে, কি আর আমি করবো
জীবন যদি বদল করা যেত..
ভালো জীবন হত আমার ভালো জীবন হত

ও. মাতাল হয়ে থাকবি যদি, ভুলতে পারি জ্বালা
ক্ষনিক পরে দুঃখ বারে ভাংগে রংঙের মেলা
ও. মাতাল হয়ে থাকবি যদি, ভুলতে পারি জ্বালা
ক্ষনিক পরে দুঃখ বারে ভাংগে রংঙের মেলা

দুঃখ ফিরা গিয়ে যদি সুখ পাওয়া যেত
সুখের জীবন হত আমার সুখের জীবন হত

ও. নদীর কাছে গিয়ে যদি বাধি নতুন ঘড়
সব কিছু ভেংগে দেয়যে কাল বৈষাখীর ঝড়
ও. নদীর কাছে গিয়ে যদি বাধি নতুন ঘড়
সব কিছু ভেংগে দেয়যে কাল বৈষাখীর ঝড়

আধার ফেরত দিয়ে যদি চন্দ্র কেনা যেত
পাপের জীবন যেত আমার পাপের জীবন যেত

নষ্ট জীবন দিয়ে, কি আর আমি করবো
জীবন যদি বদল করা যেত..
ভালো জীবন হত আমার ভালো জীবন হত
ভালো জীবন হত আমার, ভালো জীবন হত

ভ্রমণকালীন গান

বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা

হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছে মেলা

হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছে মেলা,

বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা। ২

বছর শেষে চৈত্র মাসে, তখন বাবার ওরস আসে, ২

হাজার হাজার পাগলে এসে মিলে যায় মেলা

বাবা, হাজার হাজার পাগলে এসে মিলে যায় মেলা,

বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা।

আমার বাবায় থাকতো পাগলবেশে

তাই তো এত পাগল আসে, ২

পাগলদের কে ভালোবেসে সয় কত জ্বালা

পাগলদের কে ভালোবেসে সয় কত জ্বালা,

বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা।

বাবার কিছু ছেলে পাগল আছে

আবুল সরকার বাংলাদেশে,

বাবার কিছু ছেলে পাগল আছে

আবুল সরকার বাংলাদেশে,

গোলাম পাগল ইন্ডিয়াতে পইড়া একেলা

গোলাম পাগল ইন্ডিয়াতে পইড়া একেলা,

বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

সর্বত মঙ্গল রাধে বিনোদিনী রায়

সর্বত মঙ্গল রাধে বিনোদিনী রায়

বৃন্দাবনের বংশধারী ঠাকুরও কানাই

একলা রাধে জল ভরিতে যমুনাতে যায়

পেছন থেকে কৃষ্ণ তখন আড়ে আড়ে চায়

জল ভরো জল ভরো রাধে ও গোয়ালের ঝি

কলস আমার পূর্ণ করো রাধে বিনোদী

কালো মানিক হাত পেতেছে চাঁদ ধরিতে চায়

বামন কি আর হাত বাড়ালে চাঁদের দেখা পায়?

কালো কালো করিসনা লো ও গোয়ালের ঝি

আমায় বিধাতা করেছে কালো আমি করব কী?

এক কালো যমুনার জল সর্বপ্রাণী খায়

আর এক কালো আমি কৃষ্ণ সকল রাধে চায়

এই কথা শুনিয়া কানাই বাঁশি হাতে নিল

সর্প হয়ে কালো বাঁশি রাধাকে দংশিল

ডান পায়ে দংশিল রাধের বাম পায়ে ধরিল

মরলাম মরলাম বলে রাধে জমিনে পড়িল

মরবেনা মরবেনা রাধে মন্ত্র ভাল জানি

দুই এক খানা ঝাড়া দিয়া বিষ করিব পানি

আমারও অঙ্গের বিষ যে ঝাড়িতে পারে

সোনার এই যৌবনখানি দান করিব তারে

এই কথা শুনিয়া কানাই বিষ ঝাড়িয়া দিল

ছেড়ে ছুড়ে রাধে তখন গৃহবাসে গেল

গৃহবাসে যেয়ে রাধে আড়ে বিছায় চুল

কদম তলায় থাইক্কা কানাই ফিইক্কা মারে ফুল
বিয়া নাকি করো কানাই বিয়া নাকি করো
পরেরও রমনী দেখে জালায় জলে মরো
বিয়া তো করিবো রাধে বিয়া তো করিবো
তোমার মতো সুন্দর রাধে কোথায় গেলে পাবো
আমার মতো সুন্দর রাধে যদি পেতে চাও
গলায় কলসি বেধে যমুনাতে যাও
কোথায় পাবো হাড় কলসি কোথায় পাবো দড়ি
তুমি হও যমুনা রাধে আমি ডুইবা মরি
তুমি হও যমুনা রাধে আমি ডুইবা মরি

আমার সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে

আমার সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে দারুণ শীতে
সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে।
বাপদাদার পুকুরের মাছ,
পুকুর পারে লাউ গাছ
লাউ ধরে পৌষ আর মাঘেতে। ২
আমি লাউ বেচিয়া রাখলাম কড়ি
সোনা বন্ধু আসলে বাড়ি ২
নথ গড়ায়া দেবো মোর নাকেতে, হায় হায়
দারুণ শীতে
সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে।
পড়শিরা বানায় পিঠা
নতুন চালের গুড়ি কোঠা
ধুপুর ধুপুর করে মোর বুকেতে। ২

খেজুর গাছের মিষ্টি রস

জাল দিলে গুড় হয় সরশ।

আমার বয়স ভরা যৌবনেতে হয় হয়

দারুণ শীতে

সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে।

লেপ কাথা শীতের দরদী

বন্ধু আমার আসতো যদি

তবে কি আর ধরতো দারুণ শীতে। ২

ওরে লেপ কাথা নায় রাজ্জাক দেওয়ান

শীতের দুঃখী তাহার সমান

আমার বুঝি কেউ নাই এই জগৎ এ হয় হয়

দারুণ শীতে

সোনা বন্ধু রইল বৈদেশেতে।

মরার কোকিলে

আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল গো মরার কোকিলে আমায় উদাসী বানাইলো গো মরার কোকিলে আমায় উদাসী বানাইয়া গেল বসন্তেরই কালে গো মরার কোকিলে আমায় উদাসী বানাইয়া গেল বসন্তেরই কালে গো মরার কোকিলে আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল গো মরার কোকিলে আমায় উদাসী বানাইলো গো মরার কোকিলে

মন বোঝে না মরার কোকিল আন্দাজই গান তোলে ফাগুনেরই আগুন দিয়া মারে তিলে তিলে মন বোঝে না মরার কোকিল আন্দাজই গান তোলে ফাগুনেরই আগুন দিয়া মারে তিলে তিলে।

কত কী যে করে কোকিল নাইচা নাইচা ডালে গো মরার কোকিলে ২ আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল গো মরার কোকিলে

বনের কোকিল মনের কথা কয় না আমায় খুলে আমারে পাগল করিয়া গাছে আগায় দোলে বনের কোকিল মনের কথা কয় না আমায় খুলে আমারে পাগল করিয়া গাছে আগায় দোলে ছাতু ছোলা খায় না কোকিল আদর কইরা দিলে গো মরার কোকিলে ছাতু ছোলা খায় না কোকিল আদর কইরা দিলে গো মরার কোকিলে আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল গো মরার কোকিলে আমায় উদাসী বানাইলো গো মরার কোকিলে

কানতে কানতে ঘুমাই যখন নিশি রাইতের কালে ঘুম আসিলেই স্বপ্নে দেখি আমি বন্ধুর কোলে কানতে কানতে ঘুমাই যখন নিশি রাইতের কালে ঘুম আসিলেই স্বপ্নে দেখি আমি বন্ধুর কোলে আদর কইরা, হাতে ধইরা... সে যে আদর কইরা, হাতে ধইরা ফুল দেয় খোঁপার চুলে গো মরার কোকিলে

উইড়া যা রে বনের কোকিল, উইড়া যা জঙ্গলে মাথার কীরা দিলাম তোরে আর ডাকিস না ডালে উইড়া যা রে
বনের কোকিল, উইড়া যা জঙ্গলে মাথার কীরা দিলাম তোরে আর ডাকিস না ডালে আমি রাজ্জাকেরে মাইরা
লাভ কী ? বিষমাখা জঙ্গলে গো মরার কোকিলে

পোলা তো নয় একান আগনের গোলা

নান্টু ঘটকের কথা শুইনা অল্প বয়সে করলাম বিয়া ২ মুরুঝিরা কইলো সবাই,নো টেনশন নো চিন্তা পাইছো
জীবনে দারুন একটা পোলা পোলা তো নয় সে তো আগনেরই গোলা রে। ২

সবাই তারে মনে করে আশি টাকা তোলা আসলে সে নয়রে সরল নয়রে দিল খোলা ২ মুরুঝিরা কইলো
সবাই,নো টেনশন নো চিন্তা

পাইছো জীবনে দারুন একটা পোলা পোলা তো নয় সে তো আগনেরই গোলা রে

দেখলে তারে মনে হয় বড়ই ভোলাভালা আমার লাগি পরানে তার দেয়না কভু দোলা ২ মুরুঝিরা কইলো
সবাই,নো টেনশন নো চিন্তা পাইছো জীবনে দারুন একটা পোলা পোলা তো নয় সে তো আগনেরই গোলা রে

নান্টু ঘটকের কথা শুইনা অল্প বয়সে করলাম বিয়া নান্টু ঘটকের কথা শুইনা অল্প বয়সে করলাম বিয়া
মুরুঝিরা কইলো সবাই,নো টেনশন নো চিন্তা পাইছো জীবনে দারুন একটা পোলা পোলা তো নয় সে তো
আগনেরই গোলা রে

পোলা তো নয় একখান আগনেরই গোলা পোলা তো নয় সে তো আগনেরই গোলা রে পোলা তো নয় একখান
আগনেরই গোলা পোলা তো নয় সে তো আগনেরই গোলা রে পোলা তো নয় একখান আগনেরই গোলা

বকুল ফুল বকুল ফুল

বকুল ফুল বকুল ফুল,

সোনা দিয়া হাত কেন বাস্কাইলি।

শালুক ফুলের লাজ নাই

রাইতে শালুক ফোটে লো

রাইতে শালুক ফোটে।

যার সনে যার ভালবাসা

যার সনে যার ভালবাসা,

সেইতো মজা লোটে লো।

বকুল ফুল বকুল ফুল,

সোনা দিয়া হাত কেন বাস্কাইলি।

আমার জামাই ধান বায়

হরিণ ডাঙার মাঠে লো

হরিণ ডাঙার মাঠে।

সোনা দেহে ঘাম ঝরে

সোনা দেহে ঘাম ঝরে,

দুঃখে পরান ফাটে লো।

বকুল ফুল বকুল ফুল,

সোনা দিয়া হাত কেন বাঁকাইলি।

শাওন ও ভাদ্র মাসে

জামাই আদর করে লো

জামাই আদর করে।

শাওন ও ভাদ্র মাসে

জামাই আদর করে লো

জামাই আদর করে।

ইচ্ছে জামাই করবো আদর

ইচ্ছে জামাই করবো আদর,

দানাতো নাই ঘরে লো।

বকুল ফুল বকুল ফুল,

সোনা দিয়া হাত কেন বাঁকাইলি।

শালুক ফুলের লাজ নাই

রাইতে শালুক ফোটে লো

রাইতে শালুক ফোটে।

শালুক ফুলের লাজ নাই

রাইতে শালুক ফোটে লো

রাইতে শালুক ফোটে।

যার সনে যার ভালবাসা

যার সনে যার ভালবাসা,

সেইতো মজা লোটে লো।

বকুল ফুল বকুল ফুল,

সোনা দিয়া হাত কেন বাঁকাইলি।

বকুল ফুল বকুল ফুল,

সোনা দিয়া হাত কেন বাঁকাইলি।

এমন যদি হতো আমি পাখির মত

এমন যদি হতো

আমি পাখির মত

উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ

এমন যদি হতো

আমি পাখির মত

উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ

পালাই বহুদূরে

ক্লান্ত ভবঘুরে ফিরবো ঘরে কোথায় এমন ঘর

বৃক্ষ তলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে বৃক্ষ তলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে ঘুম আসেনা ঘুমও স্বার্থপর

এমন যদি হতো আমি পাখির মত উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ

এমন যদি হতো আমি পাখির মত

উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ

হঠাৎ ফিরে দেখি নিজের মুখোমুখি শূন্য ভীষণ শূন্য মনে হয় কী আর এমন হবে কে পেয়েছে কবে কী আর
এমন হবে কে পেয়েছে কবে স্বপ্নগুলো স্বপ্ন হয়েই রয় এমন যদি হতো আমি পাখির মত উড়ে উড়ে বেড়াই
সারাক্ষণ এমন যদি হতো আমি পাখির মত উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ

হতাম যদি রঞ্জিন প্রজাপতি ফুলে ফুলে মাতামাতি হতাম যদি রঞ্জিন প্রজাপতি ফুলে ফুলে মাতামাতি দিনের আলো কাটে উড়ে উড়ে তোমার আমার গানের সুরে

বৃক্ষ তলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে বৃক্ষ তলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে ঘুম আসেনা ঘুমও স্বার্থপর এমন যদি হতো আমি পাখির মত উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ এমন যদি হতো আমি পাখির মত উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ

পিঠা পুলির গান

চান্দের আলো লাগে ভালো চাঁদনী পসর রাইতে, বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠাপুলি খাইতে! "কোন বেলা?" "বিহান বেলা" "বিহান বেলা এডা আবার কোন বেলা? আমরা সকল বেলা শুনছি দুপুর বেলা শুনছি সন্ধ্যা বেলা শুনছি রাত্রি বেলা শুনছি বিহান বেলা এডা আবার কোন বেলা?" "আমাগো ময়মনসিংহ অঞ্চলে সকল বেলাই কয় ভিনা বেলা" "ও, আপনাদের ময়মনসিংহ অঞ্চলে সকাল বেলাকে বলে ভিনা বেলা কিন্তু আপনি তো বলছেন বিহান বেলা" "আমি আদর কইরা বিহান বেলা ডাকি আরকি" "ও, আইচ্ছা আইচ্ছা" আহারে আহারে! আরে আহারে আহা আমার!

শিশিরের ঘোমটা দেওয়া পৌষ মাস। বন্ধু আমার নাইওর যাইবো মনে তাহার আঁশ রে বন্ধু আমার দেশও যাইবো মনে তাহার আঁশ! চান্দের আলো লাগে ভালো চাঁদনী পসর রাইতে, বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠাপুলি খাইতে! চান্দের আলো লাগে ভালো চাঁদনী পসর রাইতে, বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠাপুলি খাইতে! আহারে আহারে! আহা আমার! আহারে আহারে! আহারে আহা

শিশিরের ঘোমটা দেওয়া পৌষ মাস। বন্ধু আমার নাইওর যাইবো মনে তাহার আঁশ রে বন্ধু আমার দেশও যাইবো মনে তাহার আঁশ! ভাপা পিঠার বাঁকা ধোয়া, তেলে গরম তেল পোয়া; দুধে ভেজা দুধ চিতই আর খেজুর গুড়ে চিড়ার মোয়া! ভাপা পিঠার বাঁকা ধোয়া, তেলে গরম তেল পোয়া; দুধে ভেজা দুধ চিতই আর খেজুর গুড়ে চিড়ার মোয়া! শিশিরের ঘোমটা দেওয়া পৌষ মাস। বন্ধু আমার নাইওর যাইবো মনে তাহার আঁশ রে বন্ধু আমার দেশও যাইবো মনে তাহার আঁশ! আরে উঠান দিলো রইদরে দাওয়াত, ভিনা বেলায় আইসো আরে শীতে কইসে, চাদর জোড়াই আরাম কইরা হইসো ওই মাজার কোণের বাগান ভইরা সরায় কতো ফুল গো ওই শিশির আবার আইলো দিতে পরাই কানের তুলরে দেখো ওই শিশির আবার আইলো দিতে পরাই কানের তুল গ্রামের পথের কাঁচা মাটি ভিজা আছে তাই, মাঘের ছাওয়াল আইলে পায়ে লাইগা থাকা চাই! গ্রামের পথের কাঁচা মাটি ভিজা আছে তাই, মাঘের ছাওয়াল আইলে পায়ে লাইগা থাকা চাই! আরে পুকুর জলে তলে তলে রান্নন হইল সারা; জলের ধোঁয়া দেইখা সারস মাতায় দিছে পাড়া। দেখো বাইস্কা ঘন চুল; শিশির আবার আইলো দিতে পরায় কানের তুল রে দেখো, বাইস্কা ঘন চুল; শিশির আবার আইলো দিতে পরায় কানের তুল! চান্দের আলো লাগে ভালো চাঁদনী পসর রাইতে, বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠাপুলি খাইতে! চান্দের আলো লাগে ভালো চাঁদনী পসর রাইতে, বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠাপুলি খাইতে! আহারে আহারে! আহারে আহা আমার! আহারে আহারে! আহারে আহা আহারে আহারে! আহারে আহা আমার! আহারে আহারে! আহারে আহা

রসিক যে জন

রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় তারা জোয়ার-ভাটার খবর লইয়া সন্ধ্যানে তরী চালায় জোয়ার-ভাটার খবর লইয়া সন্ধ্যানে তরী চালায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় প্রেম তলা হয় প্রেমের ছানা প্রেম তলা

হয় প্রেমের ছানা লোভী-পাপী যাইতে মানা সাধু ভাইরা বাইয়া যাও রে ও যার নিতাইগঞ্জে দালান ভরা
নিতাইগঞ্জে দালান ভরা সহজ-প্রেমে বোঝাই করা ঠেকি শেষে দায় শেষে হাঁটতে হাঁটতে এই বেলাতে... হাঁটতে
হাঁটতে এই বেলাতে প্রেমের হাটে পৌঁছে যায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় রসিক যে জন
প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় গোঁসাই বনমালী বলে গোঁসাই বনমালী বলে মাঝির সনে প্রণয় হইলে তবে
পাওয়া যায় শেষে মহাজনের ষোলআনা... মহাজনের ষোলআনা ঠেকাবি নিকাশের দায় রসিক যে জন প্রেম-
জোয়ারে রসের তরী বায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায় তারা জোয়ার-ভাটার খবর লইয়া
সন্ধানে তরী চালায় জোয়ার-ভাটার খবর লইয়া সন্ধানে তরী চালায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী
বায় রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বায়

বুকটা ফাইটা যায়

ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায় ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায় বন্ধু যখন বউ লইয়া আমার বাড়ির সামনে দিয়া বন্ধু
যখন বউ লইয়া আমার বাড়ির সামনে দিয়া রঙ্গ কইরা হাইটা যায় ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায় ফাইটা যায়
বুকটা ফাইটা যায়

বন্ধুর সাথে করলাম পিরিত সাড়ে তিন বছর সেই বন্ধু কেনে আমার হইয়া গেল পর আচলেরি তলে বইয়া
রজকিনির মত কই মাছ ভাইজ্ঞা বন্ধুরে খাওয়াইলাম কত সেই বন্ধু ইয়ুসুফ হইয়া আমি জুলেখারে থুইয়া সেই
বন্ধু ইয়ুসুফ হইয়া আমি জুলেখারে থুইয়া কেমন কইরা ফুইটা যায় ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায় ফাইটা যায়
বুকটা ফাইটা যায়

রাইত বিরাইতে বন্ধুর জন্যে হইলাম ঘরের বাইর লাইলির মত খাইলাম কত বাবার হাতে মাইর শিরির মত
কত আঘাত সইলাম আমি গায় যুগের পর যুগ রইলাম আমি বন্ধুর অপেক্ষায় সেই বন্ধু সরল পাইয়া মধুর
মধুর কথা কইয়া বন্ধু আমায় সরল পাইয়া মধুর মধুর কথা কইয়া ফুলের মধু লুইটা যায় ফাইটা যায় বুকটা
ফাইটা যায় ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায়

মাথার কিরা খায়া বন্ধু ফালাইলো প্যাচে জিরার দরে হিরা বন্ধু আমার কাছে বেচে যে বন্ধু ছিল আমার সাত
রাজার ধন আমি ছিলাম বন্ধুর কাছে কত যে আপন কয় সরকার শাহ আলমে সেই প্রেমের ধরাধামে কয়
সরকার শাহ আলমে সেই প্রেমের ধরাধামে কেমন কইরা ছুইটা যায় ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায়

বসন্ত বাতাসে

বসন্ত বাতাসে

বসন্ত বাতাসে সইগো

বসন্ত বাতাসে

বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ

বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ

আমার বাড়ি আসে

সইগো বসন্ত বাতাসে

বন্ধুর বাড়ির ফুলবাগানে

নানান রঙের ফুল

বন্ধুর বাড়ির ফুলবাগানে

নানান রঙের ফুল
ফুলের গন্ধে মন আনন্দে
ফুলের গন্ধে মন আনন্দে
ভ্রমর হয় আকুল

বন্ধুর বাড়ির ফুলের বন
বাড়ির পূর্বধারে
বন্ধুর বাড়ির ফুলের বন
বাড়ির পূর্বধারে
সেথায় বসে বাজায় বাঁশী
সেথায় বসে বাজায় বাঁশী

মন নিল তার সুরে
বসন্ত বাতাসে সহিগো
বসন্ত বাতাসে

মন নিল তার বাঁশীর তানে
রূপে নিল আঁখী
তাইতো পাগল আব্দুল করিম

আশায় চেয়ে থাকে
সহিগোবসন্ত বাতাসে
সহিগো বসন্ত বাতাসে

আলাল ও দুলাল

আলাল ও দুলাল
তাদের বাবা হাজি চান
চানখা পুলে প্যাডেল মেরে পৌছে বাড়ী
আলাল ও দুলাল

আলাল যদি ডাইনে যায়
দুলাল যায় বায়ে
তাদের বাবা সারাদিন খুঁজে খুঁজে মরে ॥
আলাল কই
দুলাল কই
নাইরে নাইরে নাইরে নাই
আলাল ও দুলাল, আলাল ও দুলাল
তাদের বাবা হাজি চান
চানখা পুলে প্যাডেল মেরে পৌছে বাড়ী
আলাল ও দুলাল

আলাল যদি ডালে থাকে
দুলাল থাকে চালে
পাড়াটারে জ্বালায় তারা সারাটা দিন ধরে
আলাল কই
দুলাল কই
নাইরে নাইরে নাইরে নাই
আলাল ও দুলাল, আলাল ও দুলাল
তাদের বাবা হাজি চান

পিন্দারে পলাশের বন

পিন্দারে পলাশের বন

পালাবো পালাবো মন (x2)
ন্যাংটা ইন্দুরে ঢোল কাটে
হেই, ন্যাংটা ইন্দুরে ঢোল কাটে
হে কাটে রে
বতরে পিরিতের ফুল ফুটে.
আরে বতরে পিরিতির ফুল ফুটে

আমার বধু রাতকানা
বাড়ির পথে আনাগোনা (x2)
দিন সরাই উঠে ধান কুটে
হিং সরাই উঠে ধান কুটে
হেই, হিং সরাই উঠে ধান কুটে
হে কুটে রে
বতরে পিরিতির ফুল ফুটে
আরে বতরে পিরিতির ফুল ফুটে

আলতা সিন্দুরে রাঙা
বিহা ছেড়ে করবো সাঙা
ওরে আলতা সিন্দুরে রাঙা
বিহা ছেড়ে করবো সাঙা
দেখ বউ টা খাটে কিনা খাটে
হেই, দেখ বউ টা খাটে কিনা খাটে
হে খাটে রে
বতরে পিরিতির ফুল ফুটে
আরে বতরে পিরিতির ফুল ফুটে

সুনিলের বটে চুড়া
দেখিসনাবো ভৈরব খুড়া
ও..হো সুনিলের বটে চুড়া

দেখিসনাবো ভৈরব খুড়া
দিসনা বা ধুলা পরের ভাতে
হেই, দিসনা বা ধুলা পরের ভাতে
হে ভাতে রে
বতরে পিরিতির ফুল ফুটে
আরে বতরে পিরিতির ফুল ফুটে

পিন্দারে পলাশের বন
পালাবো পালাবো মন (x2)
ন্যাংটা ইন্দুরে ঢোল কাটে
হেই, ন্যাংটা ইন্দুরে ঢোল কাটে
হে কাটে রে
বতরে পিরিতের ফুল ফুটে.
আরে বতরে পিরিতির ফুল ফুটে..

কলিতে পয়দা হয়েছে

ফিকির থেকে হলাম ফকির কপ্লি করলাম সার বাবার পেটে মায়ের জন্ম দুধ খাবি তুই কার ? বাবা কি
শুনাইলি আঝা কলিতে পয়দা হয়েছে ।

দিল দরিয়ার মাঝে ভাই একটা সর্প রয়েছে আবার সর্পের মাথায় একটা ব্যাঙে নৃত্য করতেছে। বাবা কি
শুনাইলি আঝা কলিতে পয়দা হয়েছে

দিল দরিয়ার মাঝে একটা ও ভাই ডিম্ব রয়েছে , সেই ডিম্বের ভিতর ছয়টা ছানা বসত করতেসে বাবা কি
শুনাইলি আঝা কলিতে পয়দা হয়েছে।

সকাল বেলা লও সম্বন্ধ দুপুর বেলাই বিয়ে আবার সাজের বেলাই বউটা এলো ছেলে কোলে নিয়ে বাবা কি
শুনাইলি আঝা কলিতে পয়দা হয়েছে।

সাগরে জল নেই বাজারে মারে ডেউ, আবার বাবার যখন হয়নাই বিয়ে ছেলের কোলে বউ। বাবা কি শুনাইলি
আঝা কলিতে পয়দা হয়েছে।

ফিকির থেকে হলাম ফকির , ওরে কপ্লি করলাম সার আবার বাবার পেটে মায়ের জন্ম , দুধ খাবি তুই কার..?
বাবা কি শুনাইলি আঝা কলিতে পয়দা হয়েছে।

ছাতা ধরো হে দেওরা

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার গেলাই না

ছাতা ধরো দেওরা

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

রিমিঝিমি পানিও বরষ গেলাই না॥

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার ভিক গেলাই না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

মাছা মধ্যে দেখলি মাগুর মাছা লা॥

এইরম বিনা পানিয়ে মাছা দৌড় খেলে না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার ভিক গেলাই না

গাছা মধ্যে দেখলি পিপইর গাছা লা॥

এইরম বিনা বাতাসে পিপইর পাত লড়ে ন

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

ঘোড়া মধ্যে দেখলি টাঙ্গিল ঘোড়া লা॥

এইরম বিনা চাবুকে ঘোড়া দৌড় মারে না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার ভিক গেলাই না

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

ছাতা ধরো দেওরা

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার ভিক গেলাই না

ও...

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার ভিক গেলাই না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর শাড়ি হামার ভিক গেলাই না

ছাতা ধরো হে দেওরা

এইসান সুন্দর খোঁপা হামার ভিক গেলাই না

লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙামাটির দেশে যা

লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙামাটির দেশে যা

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো

এক্কেবারে মানাইছে নাই গো

হায় গো...

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো

এক্কেবারে মানাইছে নাই গো।

হায়রে লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙামাটির দেশে যা

লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙামাটির দেশে যা

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো

এক্কেবারে মানাইছে নাই গো

হায় গো...

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো

এক্কেবারে মানাইছে নাই গো।।

হায়রে ওখানে গেলে মাদল পাৰি

মেয়ে মরদের আদর পাৰি

ওখানে গেলে মাদল পাৰি

মেয়ে মরদের আদর পাৰি

মরবি তুই মরে যা এক্কেবারে মরে যা

মরবি তুই মরে যা এক্কেবারে মরে যা

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো

এক্কেবারে মানাইছে নাই গো

হায় গো...

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো
এক্কেবারে মানাইছে নাই গো।।

হায়রে ওও.....ওও...ওও.....ওও...

হায়রে ওওও.....ওওও...

হায়রে ওওও.....ওওও...

হায়রে নদীর ধারে শিমুলের ফুল
নানা পাখির বাসারে নানা পাখির বাসা
কাল সকালে ফুটিবে ফুল
মনে ছিলো আশারে মনে ছিলো আশা;
নদীর ধারে শিমুলের ফুল
নানা পাখির বাসারে নানা পাখির বাসা
কাল সকালে ফুটিবে ফুল
মনে ছিলো আশারে মনে ছিলো আশা।
তুই ভালোবেসে গেলি চলে.....
তুই ভালোবেসে গেলি চলে
কেমন বাপের ব্যাটারে কেমন বাপের ব্যাটা
মরবি তুই মরে যা এক্কেবারে মরে যা

মরবি তুই মরে যা এক্কেবারে মরে যা
এখানে তোকে মানাইছে নাই গো
এক্কেবারে মানাইছে নাই গো
হায় গো...

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো
এক্কেবারে মানাইছে নাই গো।।

হায়রে লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙামাটির দেশে যা
লাল পাহাড়ির দেশে যা
রাঙামাটির দেশে যা
এখানে তোকে মানাইছে নাই গো
এক্কেবারে মানাইছে নাই গো
হায় গো...

এখানে তোকে মানাইছে নাই গো
এক্কেবারে মানাইছে নাই গো।

হায়রে ওও.....ওও...ওও.....ওও...

হায়রে ওও.....ওও...ওও.....ওও...

হায়রে লাল পাহাড়ির দেশে যা
রাঙামাটির দেশে যা
লাল পাহাড়ির দেশে যা....!!

আখ খেতে ছাগল বন্দি, জলে বন্দি মাছ

আখ খেতে ছাগল বন্দি, জলে বন্দি মাছ

নারীর কাছে পুরুষ বন্দি ঘুরায় বারো মাস

কালার সাথে প্রিরিত করিয়া সুখ পাইলাম না
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

এক জাতের নারী আছে শুধুই পান খায়। (২)
এই বাড়ির কথা লইয়া ঐ বাড়ি লাগায়।
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

কালার সাথে প্রিরিত করিয়া সুখ পাইলাম না
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

যেই নারী গোসল দিয়া চুল দিলো ঝাড়া
হায়রে যেই নারী গোসল দিয়া চুল দিলো ঝাড়া।
এক জামাই থাকতে তাহার হাজার জামাই খাড়া।
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

এক জাতের নারী আছে লম্বা কালো চুল।
হায়রে এক জাতের নারী আছে লম্বা কালো চুল।
সেই নারি ঘরে ফুটায় বছর বছর কুল।
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

হায়রে প্রিরিত রতন প্রিরিত যতন
প্রিরিত বড়ই ল্যাড়া (৪)
হায়রে প্রিরিত কইরা মইরা গেছে
ময়মনসিংহের বেড়া।
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

কালার সাথে প্রিরিত করিয়া সুখ পাইলাম না
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (২)

আখ খেতে ছাগল বন্দি জলে বন্দি মাছ
নারীর কাছে পুরুষ বন্দি ঘুরায় বারো মাস
সখী গো... ও আমার মন ভালা না। (৪)

কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন

কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন
আজ সারা না, কাল সারা না পাই যে দরসনা
লদীধারে চাষে বঁধু মিছাই কর আস
ঝিরিহিরি বাঁকা লদি বইছে বারমাসা

চিথরিমাছের ভিতর করা, তায় ঢালেছি ঘি
নিজের হাতে ভাগ ছাড়েছি, ভাবলে হবে কি?
চালর চুলা লম্বা কোঁচা খুলি খুলি যায়
দেখি সামের বিবেচনা কার ঘরে সামায়।

মেদনিপুরের আয়না-চিরন, বাঁকুড়ার ঐ ফিতা
(আর) যতন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা সিঁথা।
পেছপারিয়া রাজকুমারি গলায় চন্দ্রহার
দিনেদিনে বাইড়ছে তুমার চুলেরই বাহার।

কলি কলি ফুল ফুটেছে নীলকালো আর সাদা
কোঁড় ফুলেতে কিষ্ট আছেন কোঁড় ফুলেতে রাধা।

ভাব আছে যার গায়

ভাব আছে যার গায়, দেখলে তারে চেনা যায় ভাব আছে যার গায়, দেখলে তারে চেনা যায় সর্ব অঙ্গ তার
পোড়ারে। ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল বিরাজ করে রে। ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল
বিরাজ করে রে।

মক্কা কি মদীনা, খুঁজিলেই মেলে না খুঁজিয়া দেখ আপন দিলেতে। মক্কা কি মদীনা, খুঁজিলেই মেলে না খুঁজিয়া
দেখ আপন দিলেতে। দেখিলেই ছবি, পাগল হবি দেখিলেই ছবি, পাগল হবি কোন নিষেধ মানবে না রে। ভবেরি
ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল বিরাজ করে রে। ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল বিরাজ করে রে।

আমার আমার ছাড়ো, দমের জিকির করো পাইলেও পাইতে পারো মাওলারে। আমার আমার ছাড়ো, দমের
জিকির করো পাইলেও পাইতে পারো মাওলারে। মুর্শিদ রূপে নয়ন দিয়াছে যে জন, গুরু রূপে নয়ন দিয়াছে যে
জন, তার মরণের ভয় কি আর আছে রে।

ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল বিরাজ করে রে। ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল বিরাজ
করে রে। ভাব আছে যার গায়, দেখলে তারে চেনা যায় ভাব আছে যার গায়, দেখলে তারে চেনা যায় সর্ব অঙ্গ
তার পোড়ারে। ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা রাসূল বিরাজ করে রে। ভবেরি ঘরে, আলেক শহরে আল্লা
রাসূল বিরাজ করে রে।

ছেড়ে দে নৌকা আমি যাবো মদিনা

দে, দে, দে, দে, পাল তুলে দে
ও মাঝি হেলা করিস না
ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যাবো মদিনা
ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যাবো মদিনা

দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে
হাসিলেও কত নবী, কাঁদিলেও মুক্তা ঝরে
দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে
হাসিলেও কত নবী, কাঁদিলেও মুক্তা ঝরে

দয়াল মুর্শিদ যার সহায়
ও দয়াল মুর্শিদ যার সহায়
তার কিসের ভাবনা
হৃদয় মাঝে কা'বা, নামে মদিনা
হৃদয় মাঝে কা'বা, নামে মদিনা

যার আছে নবী সহায়, তার নাই কোনো যে ভয়
মক্কা-মদিনাতে পাবে না তার দেখা
যার আছে নবী সহায়, তার নাই কোনো যে ভয়
মক্কা-মদিনাতে পাবে না তার দেখা

কেন খোঁজো মসজিদে তারে, ওরে মন পাগলা
কেন খোঁজো মসজিদে তারে, ওরে মন পাগলা
হৃদয় মাঝে কা'বা, নামে মদিনা
হৃদয় মাঝে কা'বা, নামে মদিনা

দে, দে, দে, দে, পাল তুলে দে
ও মাঝি হেলা করিস না
ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যারো মদিনা
ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যারো মদিনা

ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যারো মদিনা
ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যারো মদিনা

আমি তো ভালা না

অতীতের কথা গুলো

পুরনো স্মৃতি গুলো

মনে মনে রাইখো

আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাইকো

তুমি আমার স্বপ্ন আশা তুমি ভালোবাসা

তোমারে না পাইলে এই জীবন বৃথা (দয়াল)

এই জীবন বৃথা

অন্তরে না রাখলেও অন্তরে না রাখলেও মুখে মুখে রাইখো আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাইকো
পথে আমি পড়ে ছিলাম বুকে তুলে নিলে
বুকে নিয়ে কেনো তুমি
এতো ব্যাথা দিলে বন্ধু
এতো ব্যাথা দিলে
মইরা গেলে না ডাকিলে
মইরা গেলে না ডাকিলে মনে মনে রাইখ
আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাইকো
মাহবুব ভেবে বলে মায়ের কোলেই ভালা
মায়ের কোল ছেড়ে দেখি
সংসারেতে জ্বালা (বন্ধু)
সংসারেতে জ্বালা
এ দুনিয়ার সবাই ভালা
এ দুনিয়ার সবাই ভালা তাগোই বুকে রাইখো
আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাইকো

অল্পনা বয়সের সখিনা ছেরি

অল্পনা বয়সের সখিনা ছেরি
আমার মনটা কেন করলি ছুরি
সত্যি করে বলনা ছেরি গো
কোন জেলায় বাড়ি। (২)
বাড়ি আমার ফুলতোলা
বাপের নামটি আলাভোলা
মায়ের নামটি কাঞ্চনমালা গো
সেই ফুলের মালা।(২)

অল্পনা বয়সের সখিনা ছেরি
আমার মনটা কেন করলি ছুরি
সত্যি করে বলনা ছেরি গো
কোন জেলায় বাড়ি।
আটটার সময় আমরা টিকিট কাটি
নয়টার সময় ধরি ভাওয়ালের গাড়ি
দশটার সময় বাড়ি পৌছায় গো
সেই জেলায় বাড়ি।(২)

অল্পনা বয়সের সখিনা ছেরি
আমার মনটা কেন করলি ছুরি
সত্যি করে বলনা ছেরি গো
কোন জেলায় বাড়ি.....।

চউগ্রামের গান

নাতিন বরই হা

নাতিন বরই হা
বরই হ্যাঁ আতত লইয়া নুন
টেল বাঙ্গিয়া পইজি নাতিন
বরই গাছর তুন
কেউ হয় যে আছে নাতিন
কেউ হয় যে নাই
চোখ পাকাইয়ে চাই রইয়ে
লাল বরই ওল্লাই
ছোট নাতিন থিয়াই রইয়ে
গাছর তলাত আয়

বড় নাতিন গাছত উইটি

পরি মরিবেল্লাই।

নানিয়ে হয় গাচত উডি

বরই ন পারিস

বাশর মধ্যে হোডা লাগাই

বরইগুন পারিস

পারার পুয়া বিয়াগুন আইসিস

বরই হাইবেল্লাই

কেচা পুয়ানা বেয়াগুন পাইজি

গাছত বরই নাই।

গাছতুন পরি নাতিন

হাত পা ভাঙ্গিলি

নানির হথা ন উনি তুই

বিপদ টানিলি

এত গরি গইল্লাম মানা

না উনিলি হথা

বরই গছতুন তুই রি

ফাডালি তুর মাথা।

নাতিন বরই হা

বরই হ্যাঁ আতত লইয়া নুন

টেল বাঙ্গিয়া পইজি নাতিন

বরই গাছর তুন।

আর বারি সাতকানিয়ে তোয়ার ফটিকছড়ি

আর বারি সাতকানিয়ে আর তোয়ারো ফটিকছড়ি

তোয়ার হাছে আর মনর হতা ফাটায়ুম কেন গরি, ননায়
হদিন আগে তোয়ার বদা লইয়ি মুবাইল হরি,
তোয়ার হাছে আর মনর হতা ফাটায়ুম কেন গরি, ননায়।
তোয়ারে প্রথম দেখিলাম আর তালত বইনুর বিয়েত
প্রথম দেহাত মন দিফালাই জাগার মইধ্যে থিয়েত ২
তারফর

ফেসবুকত এড গরিলম গুডা রাত চ্যাট গরিলাম
ফেসবুকত এড গরিল এতাইন এতাইন লাইকও দিলম
বোত হস্টে মনো ফাইলাম হত ডিবলিং গরি ননাই।
চাঁনগা আবাসিকত থাইকতু তোয়ার মেঝা-হালা
বেরাইতে আইলে তোয়ারা আর মন আইত উতলা ২
সুযোগ বুঝি আইও আইসত
লুকি লুকি দেহা গইত্তম
সুযোগ বুঝি আইও আইসত
দুইজন মিলি সিবিব্ব যাইতম
নিউমার্কেট ফালুদা হইতম হত বজা গরি ননাই
এগদিন তুই হবর দিল জলদি দেহা গর
দেহা গরি হবর উনি আইগেলাম সাব দর
বিয়ের প্রস্তাব আইল্লিস তোয়ার নাজির আইটে ফুয়া
ফুয়া থাছে দুবই দেশত বাড়ি তুইল্লি নুয়া,
তোয়ার বদা আরে তুয়ার
ধরিত ফাইল্লি দিবু চোয়ার ২
আরার ভালবাসার হতা আইয়ি জানাজানি, ও ননাই
আর বারি সাতকানিয়ে আর তোয়ারো ফটিকছড়ি

তোয়ার হাছে আর মনর হতা ফাটায়ুম কেন গরি।

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে

হনে হাইবো রেঙ্গুনর হামাই

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে। ২

ও শ্যাম শ্যাম রে.....

রেঙ্গুন্যে রেশমি শাড়ি

ন ফিদিয়ুম মুই অবলা নারী রে

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে।

ও শ্যাম শ্যাম রে.....

ঘরত আছে শীতল পাড়ি

সুখে রাইকুম টাঙ্গায়া মশারি রে

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে।

ও শ্যাম শ্যাম রে.....

বাইন্দে গোলা ফাইরগা ঢুলা

হনে দিল রেঙ্গুন যাইবার ছল্লা রে

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে।

ও শ্যাম শ্যাম রে.....

রেঙ্গুন যাইবা এক মাসল্লাই

আর হনদিন ফিরি ত ন আইবা রে

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে।

ও শ্যাম শ্যাম রে.....

রেঙ্গুন যাইবা ডিঙ্গা চরি

আসতে আসেত আই যাইয়ুম গুই মরি রে

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইও রে।

আর বউয়া হালা

আই ভাত নহাযুম গোসসা অযুম আর মনত জালা

বিয়াগুনোর বউ সুন্দর সুন্দর আর বউয়া হালা ২

ফুকোর বাড়ির শামসু মিয়ে ছোড আতুন

কি সুন্দইর্যে বিয়া গইজ্জি রাঙামাটিতুর

অ ভাই রাঙামাটিতুন

আল্লাই অইন্নে রওজনতুন চুকচুইকে হালা

আর মনত জালা

আই ভাত নহাযুম গোসসা অযুম আর মনত জালা

বিয়াগুনোর বউ সুন্দর সুন্দর আর বউয়া হালা ২

আই চাইলমদে আবুইল্লে বর গুরা বাচনি

আর বপরে হইলাম আরে বিয়া গরাইবানি

তারে আনি দিবা নি। ২

আল্লাই অইন্নে রওজনতুন চুকচুইকে হালা

আর মনত জালা

আই ভাত নহাযুম গোসসা অযুম আর মনত জালা

বিয়াগুনোর বউ সুন্দর সুন্দর আর বউয়া হালা ২